FEB. 2 8 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

সাড়ে চার কোটি টাকার বই বিক্রি ॥ নতুন বই দেড় হাজার ॥ হুমায়ূন আহমেদ শীর্ষে

আশীষ-উর-রহমান শুভ

বেলা গড়ালে বিকাল থেকে আর মনের মধ্যে তাগিদ জাগবে না অগণিত জনের বাংলা একাডেমীর চত্বরে যাবার। আবার নিরিবিলি নির্জন হয়ে পড়বে একাডেমীর প্রাঙ্গণ— আজ থেকে মেলা ভেঙ্গে গেলে। অমর একুশের গ্রন্থমেলা কেবল বই-এর মেলাই তো নয়, আমাদের কাছে এই মেলার আবেগ আবেদন আরও গভীর আরও ব্যাপক। প্রাণে প্রাণে মিলনের এ এক মহৎ মানবিক মহোৎসবও। ২৭ দিনের সেই মহোৎসব শেষ হচ্ছে আজ থেকে।

সমাপনী অনুষ্ঠান

বিকাল পাঁচটায় সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হবে আজ মূলমঞ্চে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। প্রধান অতিথি থাকবেন বেগম নূরজাহান রশিদ। বিশেষ অতিথি থাকবেন দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক তোয়াব খান। পরে থাকবে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সাড়ে চার কোটি টাকার বই বিক্রি

এবার মেলায় বই বিক্রি হয়েছে ন্যূনতম সাড়ে চার কোটি

বইমেলা শেষ হচ্ছে আজ

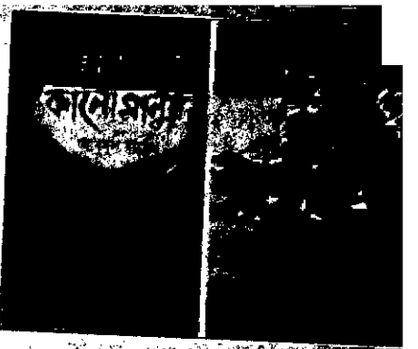

টাকার। বই বিক্রির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা দুরূহ। অনেকেই বিক্রির সঠিক অঙ্ক জানাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন আয়কর ইত্যাদির ঝামেলার কারণে। গড়পরতা একটা হিসাব থেকে এই অঙ্ক অনুমান করা হয়েছে। মেলার বড় প্রতিষ্ঠানের স্টল ১৫টি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে বাংলা একাডেমী, ইউপিএল, মওলা ব্রাদার্স, অন্যপ্রকাশ, সময়, আগামী, সন্ধানী, ঐতিহ্য, জাগৃতি, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, সাহিত্য প্রকাশ, শিশু একাডেমী, অবসর, সেবা ইত্যাদি। এসব স্টলে প্রতিদিন গড়পরতা বিক্রি ২৫ হাজার টাকার উর্ধে। এর মধ্যে যে প্রকাশনী জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের বই প্রকাশ করেছে তাদের বিক্রি এই গড় বিক্রির চেয়ে অনেক বেশি। বড় দোকানগুলোতে বিক্রির পরিমাণ ২৭ দিনে দাঁড়ায় এক কোটির উর্ধে। মাঝারি দোকান ৭০টি। এস[illegible]

(২-পৃষ্ঠা ৫-এর ক: দেখুন)

সাড়ে চার কোটি

(১২-এর পাতার পর)

স্টলের গড় বিক্রি দশ হাজারের উর্ধে। প্রায় দু'কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে এসব স্টলের বিক্রি। ছোট [illegible] ১৫২টি। গড়ে পাঁচ হাজারের মতো বিক্রি প্রতিদিন এসব স্টলে। মোট বিক্রি দাঁড়ায় ২৭ দিনে দু'কোটির বেশি। [illegible] মিলিয়ে বিক্রি সাড়ে চার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে এবারের মেলায়। এই গড় হিসাব যোগ করলে অঙ্কটি প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ায় চার কোটি ৯৫ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। তবে ছোট স্টলগুলোতে বিক্রি বেশ কম হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সব মিলিয়ে বিক্রির অঙ্ক সাড়ে চার কোটি হতে পারে বলে অভিজ্ঞ প্রকাশক ও স্টলের বিক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ করে এই হিসাব করা হয়েছে।

১৪৪৫টি নতুন বই

এবারের মেলায় গত বছরের চেয়ে নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে অনেক বেশি। মেলার তথ্যকেন্দ্রে প্রতিদিন নতুন বইয়ের নাম জমা দেয়ার জন্য প্রকাশকদের প্রতি আহ্বান জানানো হলেও অনেক দিন অনেক প্রকাশক গড়িমসি করে নতুন বইয়ের নাম জমা দেননি। ফলে বিক্রির হিসাবের মতো প্রকৃতপক্ষে নতুন বই ক'টি প্রকাশ করা হয়েছে সে সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে বলবার উপায় নেই। নির্ভর করতে হবে অনুমানের। তবে তথ্যকেন্দ্রের জমা হওয়া বইয়ের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে ১৪৪৫টি।

হুমায়ূন আহমেদ যথারীতি শীর্ষে

এবারের মেলায় যথারীতি বিক্রির শীর্ষে রয়েছে জননন্দিত ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসগুলোই। এবার মেলায় তাঁর পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে অন্য প্রকাশের মৃন্ময়ীর। অন্য প্রকাশের অপর উপন্যাসটি তেঁতুল বনে জোছনা। সময় থেকে প্রকাশিত আজ চিত্রার বিয়েও বিক্রি হয়েছে প্রচুর। তাঁর অন্য দু'টি উপন্যাস হলো বাঘবন্দি মিসির আলী ও বৃষ্টি ও মেঘমালা।

স্বাধীনতার বেদীতলে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বইমেলায় মঙ্গলবার কলম্বিয়া প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে আফরোজা পারভীনের লেখা 'স্বাধীনতার বেদীমূলে শহীদ সাইফ মিজানুর রহমান' বই। সন্ধ্যায় কলম্বিয়া প্রকাশনীর স্টলে বইটির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গবর্নর ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এ বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন কথাশিল্পী রশীদ হায়দার, মাহবুব তালুকদার, গ্রন্থটির প্রকাশক লেঃ কর্নেল এসআইএম নূরুন্নবী বীর বিক্রম (বরখাস্ত) এবং লেখিকা আফরোজা পারভীন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কলম্বিয়া প্রকাশনীই শুধু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ করে। '৯৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশনা শুরু করে। এবার তারা বের করেছে ১৬টি নতুন বই, সব ক'টিই মুক্তিযুদ্ধের ওপর। এ নিয়ে তাদের গ্রন্থ সংখ্যা হলো ৬৩। নূরুন্নবী বীর বিক্রম জনকণ্ঠকে জানান, পাঠকের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রিটিশ হাইকমিশনও মুক্তিযুদ্ধের বই কিনছে।